ফতওয়া নং ৩৭৭

প্রশ্নঃ

মুফতিয়ানে করাম এ মাসালার ব্যাপারে কি বলছেন, ভাটা মালিকরা ভাটা চালু হবার ৪ মাস পূর্বে জনগণের কাছে অগ্রিম ইট বিক্রয় করে। ইট যখন বের হয় তখন ক্রেতাদেরকে ইট সরবরাহ করে। এতে ইটের দাম প্রতি হাযারে তিন হাযার টাকা কম লাগে। এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি ?

উত্তরঃ

কিছু শর্ত সাপেক্ষে ঐভাবে অগ্রিম ইট ক্রয় করা জায়েয আছে। শর্তগুলো হল,
১. ইটের পূর্ণ মূল্য চুক্তির সময়ই পরিশোধ করে দেওয়া।

২. ইটের ধরণ ও গুণগত মান নির্ধারণ করা (যেমন, এক নাম্বার ইট)।
৩. ইটের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
৪. ইট প্রদানের তারিখ ও তা হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করা।
৫. বিক্রেতার নিকট পুনরায় ঐ ইট বিক্রি না করা।

উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে অগ্রিম ইট ক্রয় করলে যদি নগদ লেনদেনের চেয়ে কিছু কম মূল্যে পাওয়া যায় তাতে অসুবিধা নেই। তবে এ ধরনের লেনদেনে মেয়াদান্তে ইটই গ্রহণ করতে হবে। ইট না নিয়ে এর মূল্য নেওয়া যাবে না।(ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ ১৪/৪৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্বাক্ষর

মুফতী সাইফুল ইসলাম কাসিমী
ফতওয়া বিভাগ,জামিয়া নু'মানিয়া।
১৫ যুল ক'দাহ, ১৪৪৫ হিজরী **(24/05/2024)**